মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ সহায়িকা-৭

সম্মিলিতভাবে উপকরণ সংগ্রহ

এবং

উৎপাদিত পণ্য আহরণ ও বাজারজাতকরণ

(Group Procurement of Inputs & Group Marketing)

Prepared by:
PRICE-USAID

সম্মিলিতভাবে উপকরণ ও সেবা সংগ্রহ
(Group Procurement of Inputs and Services)

দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ – বাংলা ভাষায় এ প্রবাদ থেকে সম্মিলিতভাবে কার্য সম্পাদনে বিশেষ প্রণোদনা আছে। সমাজভিত্তিক কাজে এ প্রবাদ সত্য এবং এর আবেদন সুদূর প্রসারী। এমনকি সমবায়ের ক্ষেত্রে আমাদের সবাই মিলে কাজ করতে হবে এবং এ কাজ করতে হবে হারার জন্য নয় জেতার জন্য। আপনারা যারা এই সমিতির সদস্য তারা যদি সম্মিলিতভাবে কোন কাজে হাত দেন, তবে পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করার চেয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনা অবশ্যই বেশি থাকবে। মাছ চাষ এবং এতদসংশ্লিষ্ট কাজে বহু ধরনের উপকরণ ও সেবার প্রয়োজন হয়। প্রতিটি উপকরণ ও সেবা পৃথক পৃথক ভাবে একজন মৎস্য চাষি, নার্সারি মালিক বা পোনা ব্যবসায়ীর নাগালের মাঝে থাকার কথা নয়। অধিকাংশ উপকরণ এবং কিছু কিছু সেবা বাইরে থেকে সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে। বড় বড় খামার মালিকের পক্ষে এককভাবে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এতে সময়ের অপচয় ও ক্ষেত্র বিশেষে বেশি দামে সংগ্রহ করতে হয়। একজন মৎস্য চাষি একা বেঁচে থাকার জন্য এবং তার খামারে ব্যবহার্য্য ও খামার থেকে উৎপাদিত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারে একটি সমিতি বা খামারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা তার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পেতে পারে। এক্ষেত্রে একতাই বল- এ সত্যটি বেশি কার্যকরী। এ ম্যানুয়েলে সম্মিলিতভাবে উপকরণ ও সেবা সংগ্রহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

মৎস্য ও গলদা চিংড়ি চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা

সনাতন পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রধানতঃ পোনাই একমাত্র উপকরণ। কয়েক দশক পূর্বেও আমাদের দেশে জলাশয়ে পোনা ছেড়ে দিয়েই মাছচাষ শুরু করা হতো এবং জলজ আগাছা এবং ক্ষেত্র বিশেষে মাংশাসী ও অবঞ্ছিত মাছ সরিয়ে দিয়ে জলাশয় ব্যবস্থাপনা সমাপ্ত করে ফসল আহরণ করা হতো। স্বাভাবিক ভাবেই একর বা হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ছিল অনেক কম। বর্তমানে অধিকাংশ মাছ চাষিই জানেন, পোনা ছাড়াও উন্নত মাছ চাষে অপরাপর উপকরণের প্রয়োজন হয়। মাছ ও চিংড়ি চাষে নিম্নোক্ত উপকরণসমূহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ক) মাছের পোনা ও চিংড়ির পিএল বা জুভিনাইল
খ) চুন ও সার
গ) সম্পূরক বা কৃত্রিম খাদ্য
ঘ) কৃত্রিম বা সম্পূরক খাদ্যের নানাবিধ উপকরণ
ঙ) ওষুধ বা অন্যান্য অনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি
চ) বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি।

উপরোক্ত উপকরণসমূহ ছাড়াও মৎস্য চাষ শুরুর পূর্বে, বিশেষ করে বৃহৎ আকৃতির পরিকল্পিত মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ সেবার প্রয়োজন হতে পারে। এর মাঝে স্থান নির্বাচন, স্থান নির্বাচনের জন্য মাটি ও আশ-পাশের প্রবাহিত বা ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা, খামার ডিজাইন, পুকুর/জলাশয়ের ডিজাইন, পাড়ের ডিজাইন, খামারের ব্যবস্থাপনার ধরন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। বৃহৎ আকৃতির বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের জন্য বিশেষভাবে ঋণের অর্থের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থাকলে তার ব্যবসা-পরিকল্পনাও (Business Plan) তৈরির প্রয়োজন পড়ে। এসব ক্ষেত্র বিশেষে অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে কিনতে হতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি মৎস্য চাষিদের জন্য উপরে উল্লেখিত সেবা সমূহের তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মনে হতে পারে। তবে, নতুন পুকুর খননকালে নূন্যতম কিছু কিছু সেবার প্রয়োজন পড়বে। এর মাঝে আছে মাটি ও পানির গুণগতমান নিরূপণ করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে পুকুর ও পাড়ের ডিজাইন নির্ধারণ করা।

সম্মিলিতভাবে উপকরণ ও সেবা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারে

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সমিতির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে যে কোন কাজ সমাধা করা সহজ। তা যেমন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনিভাবে উপকরণ ও সেবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেবার প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে হতে পারে। কিন্তু মাছ বা গলদা চিংড়ি চাষ যেহেতু ঋতুভিত্তিক তাই মৎস্য বা গলদা চিংড়ি চাষের উপকরণসমূহ সমিতির সদস্যরা সবাই একত্রে অথবা গ্রুপভিত্তিক সংগ্রহ করলে ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে যেমন সহজ হবে তেমনিভাবে কম সময়ে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। নিচে বিভিন্ন ধরনের উপকরণাদির উৎস ও সম্মিলিতভাবে সংগ্রহের সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

পোনা ও চিংড়ির জুভিনাইল

মাছ বা গলদা চিংড়ি চাষের প্রধানতম উপকরণ হচ্ছে পোনা ও চিংড়ির জুভিনাইল। মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষের একমাত্র জীবন্ড় উপকরণ হচ্ছে পোনা। অন্য যে কোন উপকরণের তুলনায় এর গুণগতমান নির্ধারণ করা জটিল, পরিবহন কষ্টসাধ্য, যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে এবং পরিবহন খরচ বেশি। এমতাবস্থায় গুণগত মানের উন্নত, সাশ্রয়ী মূল্যে ও সুলভ পরিবহনের জন্য সম্মিলিতভাবে সমিতির সদস্যরা পোনা ও চিংড়ির জুভিনাইল সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে পারেন। সম্মিলিতভাবে পোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হলে হ্যাচারি বা নার্সারি মালিকের মাঝে শক্ত অবস্থানে থেকে মূল্য নির্ধারণ ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা পাওয়া সহজ হবে। মাছের পোনার ক্ষেত্রে অন্ড়ঃপ্রজনন এবং গুণগত মানের নিশ্চয়তা পাওয়া সহজতর হবে। মাছের পোনার ক্ষেত্রে অন্ড়ঃপ্রজনন এবং গুণগত দিক থেকে নিম্নমানে ব্রুড হতে পোনা উৎপাদনই বর্তমানে প্রধান সমস্যা। এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণে সমিতির সদস্যরা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিলে হ্যাচারি মালিকদের সাথে পূর্বাহ্নে আলোচনা, স্পট পরিদর্শন, সরেজমিনে ব্রুড পরীক্ষা করে ভালো পোনার নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে। তদুপরি সম্মিলিতভাবে পোনা সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হলে বিক্রেতা একসঙ্গে বেশি বিক্রির আশায় পাইকারী হিসাবে দাম ধরবে। সম্মিলিত ক্রেতারাও চাষকালীন বা মাছ ধরার পর পোনার গুণগত মান খারাপ দেখলে ক্রেতার কাছে যেমন প্রতিবাদ জানাতে পারবে তেমনিভাবে ক্ষতিপূরণও দাবী করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা সমিতির কাছে খামারের সুনাম হারানোর ভয়ে এবং অন্যান্য ক্রেতার কাছেও বাজার হারানোর ভয়ে খারাপ পোনা সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকবে। পোনা ব্যবসায়ীরা যৌথ বা সম্মিলিতভাবে হ্যাচারি মালিকদের সাথে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানে উন্নত পোনা সংগ্রহের নিশ্চয়তা পেতে পারেন।

গুণগতমানে উন্নত পোনার নিশ্চয়তা ছাড়াও সমিতির সদস্যরা যৌথভাবে পোনা সংগ্রহের উদ্যোগ নিলে দীর্ঘ মেয়াদে বাজার ধরে রাখার জন্য হ্যাচারি মালিক গুণগত মানের উন্নত পোনা সরবরাহ করতে উৎসাহী হবে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাছ ও চিংড়ি চাষি সমিতির সদস্যগণ নিজেরাই হ্যাচারি বা নার্সারি প্রতিষ্ঠা করে সুলভ মূল্যে উন্নত মানের রেণু ও পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে।

সম্মিলিতভাবে পোনা সংগ্রহ করা হলে তুলনামূলক কম মূল্যে পিক-আপ বা ট্রাক ভাড়া করে তাড়াতাড়ি পোনা পরিবহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

সম্মিলিতভাবে পোনা সংগ্রহ করা গেলে সমিতির সদস্যদের মাঝে পুকুর ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আসবে এবং পরিণামে উৎপাদন বাড়বে সাথে সাথে যৌথভাবে উৎপাদিত মাছ/গলদা চিংড়ি বাজারজাতকরণও সহজতর হবে।

চুন ও সার

মাছ চাষে অজৈব উপকরণের মাঝে চুন ও রাসায়নিক সার প্রধানতম। জৈব সার কম ঘনত্বের মাছ চাষে এবং নার্সারি পুকুর ও নতুন খনন করা পুকুরে তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহৃত হয়। যাই হোক, মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষে জলাশয়কে উৎপাদনশীল করা ও প্রাকৃতিক খাদ্যের বৃদ্ধিকল্পে চুন ও সার ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে হেক্টর প্রতি (২৫০ থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ড় চুনের প্রয়োজন পড়ে, একরে ১০০-২০০ কেজি)। চুনের ক্ষেত্রে অপরাপর চুন অপেক্ষা কৃষি চুন ও ডলোমাইট অধিকতর উপযোগী। এই চুন সারা দেশের কৃষি উপকরণ বিক্রেতার কাছে পাওয়া যায়। এই চুন আমদানীকৃত বিধায় সমিতির সদস্যরা সম্মিলিতভাবে তা ক্রয়ের ব্যবস্থা না নিলে গুণগত মানে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বেশি। কৃষি চুন ও ডলোমাইট সাধারণতঃ দেশের সমুদ্র বন্দর এবং স্থল বন্দরে আমদানীর পরপরই উৎকৃষ্ট মানের পাওয়া যায়। সেজন্য আমদানীকারকগণ বা ডিলারের নিকট থেকে যৌথ বা সম্মিলিতভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হলে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানের উন্নত চুন সংগ্রহ করা সম্ভব।

রাসায়নিক সার দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। মাছ চাষে প্রধানতঃ ইউরিয়া এবং টিএসপি-র ব্যবহার বেশি। গলদা চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রাথমিকভাবে পটাশ সারেরও প্রয়োজন পড়তে পারে। দেশে বর্তমানে রাসায়নিক সারের চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি। তাই প্রায়শঃ রাসায়নিক সারের সংকট দেখা দেয়। সমিতির সদস্যরা যদি সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নেয় তবে ডিলার অথবা সারের উৎস থেকে তা তুলনামূলকভাবে সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। এতে পরিবহন খরচ কম হবে। যৌথ প্রয়াসে সম্মিলিতভাবে সংগ্রহের কারণে সময় সাশ্রয় হবে।

চুন ও সার সম্মিলিতভাবে আহরিত হলে তাতে সাময়িক মজুদকরণ সুবিধা পাওয়া যাবে এবং জলাশয়ে সঠিক মাত্রায়, সুষ্ঠুভাবে, সঠিক সময়ে ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

সম্পূরক বা কৃত্রিম খাদ্য (দানাদার)

উন্নত পদ্ধতিতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষে সবচেয়ে ব্যয় বহুল উপকরণ হচ্ছে সম্পুরক খাদ্য। বিশেষ করে উচ্চ ঘনত্বের চাষে সম্পুরক খাদ্যের বিকল্প নেই। সুষ্ঠু মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় এবং ভাল এফসিআর (FCR) পাওয়ার জন্য বানিজ্যিক মৎস্য খামারে দানাদার খাদ্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সমিতির সদস্যরা যদি সম্মিলিতভাবে দানাদার সম্পূরক খাদ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা নেন তবে গুণগত মানের উন্নত সম্পূরক খাদ্যের নিশ্চিয়তা পাওয়া সম্ভব। একত্রে বেশি পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য কেনার প্রয়োজন বিধায় তুলনামূলকভাবে বেশি কমিশন পাওয়া যাবে। বিশ্বস্ত খাদ্য প্রস্তুতকারকের সাথে সমিতির মাধ্যেমে যৌথভাবে নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য ক্রয় করা গেলে তুলনামূলকভাবে সদ্য প্রস্তুতকৃত সম্পূরক খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব। এতে চাষিদের বেশি দিন খাদ্য মজুদ রাখার প্রয়োজন হবে না বিধায় খাদ্যের গুণগতমান নষ্ট হবে না। এতে ভাল এফসিআর পাওয়া যাবে।

খাদ্য উপকরণ

সম্পূরক খাদ্য ছাড়াও চাষিরা বিভিন্ন ধরণের স্বল্প মূল্যের খাদ্য উপকরণ যেমন- চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, খৈল, ভূট্টা-চূর্ণ, ফিস মিল, বোন মিল ইত্যাদি সহযোগে ঘরে বসে তৈরি সম্পুরক খাদ্য বা এক বা একাধিক উপকরণ খাদ্য হিসবে জলাশয়ে ব্যবহার করেন। সম্পূরক খাদ্য বা খাদ্য উপকরণ সমিতির সদস্যরা যদি সম্মিলিতভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা নেন তবে এতে সময় ও মূল্যের যেমন সাশ্রয় হবে তেমনিভাবে গুণগত মানে ভালো উপকরণ পাওয়া যাবে। সম্মিলিত প্রয়াসে খাদ্য বা খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করা হলে, আলাপ আলোচনা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের পদ্ধতিও জানা যাবে। এর ফলে খামার ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে।

ওষুধ বা অনুমোদিত অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি

মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষে স্বাস্থ্য ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের ওষুধ এবং নিষিদ্ধ নয় এমন রাসায়নিক দ্রবাদি প্রয়োজন পড়ে, একজন ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষির পক্ষে তা এককভাবে সংগ্রহ যেমন ব্যয়-সাধ্য তেমনি সঠিকমাত্রায় ব্যবহার প্রনালী জটিল। সমিতির সদস্যরা যদি সম্মিলিত প্রয়াসে এসব দ্রবাদি সংগ্রহের উদ্যোগ নেয় তবে তা সহজ হবে। ওষুধ বা পানি শোধন দ্রবাদি যৌথ প্রয়াসে ক্রয় করা হলে সমিতির মাধ্যমে এর ব্যবহার প্রণালীর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহজতর হবে। এছাড়াও সম্পূরক খাদ্য চাষিরা নিজে তৈরি করার ক্ষেত্রে ভিটামিন, মিনারেল প্রি-মিক্স এবং অনুমোদিত নানা ধরনের এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হতে পারে। সম্মিলিত প্রয়াসে এসব দ্রবাদি সংগ্রহ করা হলে গুণগত মানে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা যেমন থাকে না তেমনিভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে কম সময় ব্যয় করে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এতে চাষিরা এসব দ্রব্যের ব্যবহার বিধি সর্ম্পকে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। সমিতি অতি সহজেই বিক্রেতা, সরবরাহকারীর মাধ্যমে এ সংক্রান্ড়প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পারবে।

সম্মিলিতভাবে উপকরণ ও সেবা সংগ্রহে ঋণ সুবিধা

সম্মিলিতভাবে উপকরণ ও সেবা সংগ্রহ সময়ের দিক থেকে যেমন সাশ্রয়ী, তেমনিভাবে মূল্যের দিক থেকেও সাশ্রয়ী, গুণগতমানের পণ্য বা সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যৌথভাবে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ব্যবহার সবদিক থেকে নানাবিধ সুবিধা প্রদান করে। এসব বিষয় ছাড়াও প্রান্ড়িক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিরা উপকরণ, যন্ত্রপাতি বা সেবা সংগ্রহে এককভাবে চেষ্টা করলেও সফল হবার তেমন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এসব সেবা/দ্রবাদি সংগ্রহে অর্থের প্রয়োজন। এককভাবে চাষির পক্ষে তা যোগান দেয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। প্রান্ড়িক/ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের পক্ষে উপকরণ ও সেবা সংগ্রহে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সুবিধা পাওয়া কঠিন, এমতাবস্থায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে উপকরণ ও সেবা ক্রয়ের জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুবিধা নেয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে সমিতি সম্মিলিতভাবে জামিনদার হতে পারে। মাছ বা চিংড়ি আহরণের পরপরই সমিতি চাষিদের কাছ থেকে ঋণের অংশ সংগ্রহ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে পারে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) থেকে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সম্মিলিতভাবে সেবা সংগ্রহের সম্ভাব্যতা

বাংলাদেশের মাছ চাষের ক্ষেত্রে সেবা ক্রয়ের বিষয় এখনো তেমন জনপ্রিয় নয়। বৃহৎ আকৃতির খামার বা কর্পোরেট পদ্ধতিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক মৎস্য খামারে সেবা সাহায্য ক্রয় করা যায়। যেমন- খামার ও পুকুরের ডিজাইন তৈরি, পানি ও মাটির গুণগত মান পরীক্ষা, ঋণ সংগ্রহের জন্য ব্যবসা-পরিকল্পনা (Business Policy) তৈরি ইত্যাদি। সমিতির সদস্যরা এককভাবে সম্ভব না হলেও মাছ চাষের কিছু কিছু সেবা সুবিধা সম্মিলিতভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। যেমন- মাটি ও পানির গুণগতমান নির্ণয় ইত্যাদি। নতুন খামার প্রতিষ্ঠার সময় এর প্রয়োজন হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্ড়িক চাষিদের সেবা সংগ্রহের তেমন প্রয়োজন হয় না। এ জাতীয় চাষিরা প্রধানতঃ গৃহাঙ্গন জলাশয়ই মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। তবে সমিতির বড় চাষিরা সম্মিলিতভাবে সেবা সংগ্রহ করতে পারেন।

মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষে সম্মিলিতভাবে উপকরণ ও সেবা সংগ্রহে সমিতির সদস্যদের অসুবিধার তুলনায় সুবিধা অনেক বেশি। যৌথভাবে উপকরণ সংগ্রহ স্থায়ী রূপ পেলে দিন দিন উন্নততর উপকরণ সংগ্রহের সুযোগ বাড়বে। ভাল উপকরণের উৎস সম্পর্কে জানা যাবে। এতে ব্যবহারকারী ও সরবরাহকারীর মাঝে স্থায়ী সংযোগ সৃষ্টি হবে এবং ব্যবসাগত সম্পর্ক টেকসই হবে। যৌথভাবে উপকরণ সংগ্রহে চাষিদের/ সমিতির সদস্যদের হারাবার কিছু নেই। সমিতির সদস্যদের যৌথ উপকরণ সংগ্রহের জন্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একযোগে পুকুর তৈরি, পোনা অবমুক্তকরণসহ অপরাপর খামার ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ একত্রে সমাধা করা প্রয়োজন।

বিশেষ করে একবার পোনা সংগ্রহ করা হলে তা মজুদ রাখার ব্যবস্থা কষ্টকর ও অহেতুক খরচ বাড়াবে। অপরাপর উপকরণ যৌথভাবে সংগ্রহ করা হলে চাষির প্রয়োজন অনুসারে তা ব্যবহার করা যায়। এসব দ্রব্যাদি চাষি নিজ উদ্যেগেও মজুদ করতে পারেন। মোট কথা সম্মিলিতভাবে উপকরণ সংগ্রহ করা গেলে একদিকে যেমন সংশি□ষ্ট সদস্যদের জলাশয়ের উৎপাদন বাড়বে তেমনিভাবে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে। উপকরণ ও সেবা সংগ্রহে সমিতি ও কো-অপারেটিভ সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াস সব সময়ই ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৎস্য ও গলদা চিংড়ির চাষ আরো বেশি অবদান রাখতে সমর্থ হবে। ফলশ্রুতিতে গ্রামে গঞ্জে উপকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সম্প্রসারিত হবে।

সম্মিলিতভাবে মাছ ও চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ
(Group Harvesting & Marketing)

বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে **দশের লাঠি একের বোঝা**। সম্মিলিতভাবে কোন কাজ বা ভৌগলিক অঞ্চলভিত্তিক কাজে এ কথা সত্য এবং এর মাধ্যমে চাষিরা উপকৃত হতে পারেন। মাছ চাষের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষিদের সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে এবং এ কাজ করতে হবে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য।

আপনারা যারা এই সমিতির সদস্য তারা যদি সম্মিলিতভাবে মাছ উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণের কাজে হাত দেন, তবে পৃথক পৃথকভাবে বাজারজাত করার চেয়ে সম্মিলিতভাবে বাজারজাত করার হলে সফলতার সম্ভাবনা অবশ্যই বেশি থাকবে। মাছ চাষ, আহরণ এবং বাজারজাতকরণ ঋতুভিত্তিক কাজ। প্রায়শঃ দেখা যায় চাষিরা একই সময়ে পুকুরে মাছ ছাড়েন এবং একই সময়ে মাছ আহরণ করেন, এতে পৃথকভাবে মাছ ধরা, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে খরচ ও শ্রম বেশি পড়ে। পক্ষান্ড়রে একই সময়ে মাছ আহরণ, বাজারজাতকরণের ফলে বেশি দাম পড়ে যেতে পারে এবং চাষিদের লাভের পরিমান কমে যেতে পারে। এতে চাষিরা মাছ চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। তাই এ ম্যানুয়েলে সম্মিলিতভাবে মাছ আহরণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য ও গলদার চিংড়ি চাষে সম্মিলিতভাবে ফসল আহরণ ও বাজারজাতকরণ

সনাতন পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থায় প্রধানতঃ উৎপাদন কম এবং চাষিরা প্রায়শঃ পারিবারিক প্রয়োজনে মাছ উৎপাদন করেন। কয়েক দশক পূর্বেও আমাদের দেশে চাষের মাছ বাজারে বিক্রি সামাজিকভাবে হেয় বা অসম্মানজনক কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। অথচ বর্তমানে বানিজ্যিকভিত্তিতে অথবা পারিবারিক জলাশয়ে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মাছ পুকুর পাড়ে অথবা বাজারে নিয়ে বিক্রি করাকে সামাজিকভারে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়না। অপরাপর কৃষিকাজের মতোই মাছ ও চিংড়ি চাষকে বর্তমানে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু পারিবারিক জলাশয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা অল্প পরিমাণে মাছ উৎপাদন করেন, তাই তাদের **সম্মিলিতভাবে মাছ আহরণ, পরিবহন ও বাজারজাত করার** ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। এতে যেমন চাষিরা তুলনামূলকভাবে ভালো মূল্য পাবেন, তেমনি মাছের গুনগতমান ভালো থাকবে। সরবরাহ ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকরণের ফলে কিছু কিছু কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে।

সম্মিলিতভাবে মাছ আহরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে নিম্নলিখিত উপকরণ প্রয়োজন

- জাল/হাপা
- বাঁশের ঝুড়ি বা প্লাষ্টিকের ছিদ্রযুক্ত ঝুড়ি (মাছ ও চিংড়ি ধৌতকরণের জন্য)
- বরফ, বরফ গুড়া করার কাঠের হাতুড়ি ও পাত্র
- বাঁশের ঝুড়ি বা প্লাষ্টিকের পাত্র (বরফ দেয়া মাছ সাময়িক সংরক্ষণের জন্য)
- ঠেলাগাড়ি বা ভ্যানগাড়ি।

উপরোক্ত উপকরণ ছাড়াও মৎস্য আহরণের পূর্বে একই পাড়া বা গ্রামের সমিতিভূক্ত খামার মালিকেরা আলাপ আলোচনা, হাটবার, আশে পাশের গ্রামের চাষিদের মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি জানার পর মাছ আহরণের সঠিক সময় নির্বাচনের জন্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দিনক্ষণ ঠিক করা, নিজেরা মাছ ধরার

ব্যবস্থা করা অথবা জেলেদের মাধ্যমে মাছ ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যদি একই অঞ্চলের একাধিক গ্রাম বা পাড়ার সব চাষি একই দিন মাছ আহরণ করেন এবং বিপননের ব্যবস্থা নেন তবে গ্রামের সীমিত বাজারে চাহিদা কমে যাবে এবং মূল্য পতন ঘটবে। মনে রাখতে হবে মাছ পচনশীল দ্রব্য এবং গ্রামে হিমাগার নেই। তাই মাছ আহরণের পূর্বে সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপননের বিষয় মনে রাখতে হবে। এছাড়াও সব চাষি একই দিন একই প্রজাতির মাছ একত্রে আহরণের চেয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মিশ্রভাবে আহরণের ব্যবস্থা নিলে বাজারজাতকরণ সহজতর হবে। আমাদের দেশে পরিবারভেদে বা আর্থিক সঙ্গতিভেদে ক্রেতারা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ক্রয় করে থাকেন। তাই এক প্রজাতির মাছ একই দিনে অধিকহারে ধরা ও বাজারজাত করা হলে দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সম্মিলিতভাবে মাছ ও চিংড়ি আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপনন কীভাবে নিশ্চিত হতে পারে

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সমিতির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে যে কোন কাজ সমাধা করা সহজ। তা যেমন প্রশিক্ষণের ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনিভাবে উৎপাদিত মাছ/চিংড়ি আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপননের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মাছ আহরণ ও বিপনন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে হতে পারে। কিন্তু মাছ বা চিংড়ি চাষ যেহেতু ঋতুভিত্তিক, তাই মৎস্য ও চিংড়ি বাজারজাতকরণ উপযোগী হয়েছে কিনা তা সমিতির সদস্যরা সবাই একত্রে অথবা গ্রুপভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হলে আহরণ যেমন সহজ হবে, তেমনিভাবে কম সময় এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবহন ও সংরক্ষণ করা সহজ হবে। নিচে মাছ ও চিংড়ি আহরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও সম্মিলিতভাবে বাজারজাতকরণের সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

বাজারজাত উপযোগী আকার নির্ধারণ

- মনে রাখতে হবে বর্তমানে মাছ চাষ শুধুমাত্র পারিবারিক খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য না হয়ে বানিজ্যিকভাবে বিপননের জন্যও করা হয়, তাই বাজারজাত উপযোগী সাইজ নির্ধারণ জরুরী।
- চাষিরা সাধারণতঃ অধিক লাভের আশায় মাছ/চিংড়িকে সাইজে বড় করার ওপর জোর দেয়। চিংড়ির দাম সাইজের ওপর ভিত্তি করে দ্রুত বাড়লেও মাছের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তাই চাষিরা বাজারদর যাচাই করে সম্মিলিতভাবে বাজারজাতকরণ উপযোগী সাইজ সময় সময় নির্ধারণ করতে পারেন। এতে মাছ চাষ দীর্ঘায়িত না করে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব। অনেকসময় দেখা যায়, একই প্রজাতির বিভিন্ন সাইজের মাছের দরে তেমন হেরফের থাকেনা। এমতাবস্থায় অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ আহরণ করে উদ্বৃত্ত সময় নতুনভাবে চাষের ব্যবস্থা হাতে নেওয়া যেতে পারে। ফলে স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়।
- সমিতির সদস্যরা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিলে, তারা গ্রাম্য বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। সম্মিলিতভাবে মাছ/চিংড়ি সংগ্রহের ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, পরিবহন ও বিপণনে সুবিধা পাওয়া যাবে।

সম্মিলিতভাবে মাছ আহরণ

ছোট ছোট পুকুর বা জলাশয়ে এককভাবে মাছ আহরণ সময় অপচয় ও কষ্টসাধ্য কাজ। অথচ জেলে বা পেশাদার মাছ ধরার লোক দিয়ে মাছ ধরা একদিকে যেমন সহজ তেমনিভাবে অল্প সময়ে সমাধা করা যায়। মাছ ধরার পর মাছের গুনগতমান যেমন সংরক্ষণ করা সম্ভব তেমনিভাবে দ্রুত পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা সহজ। এক্ষেত্রে ক্রেতা গুনগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মাছ ক্রয়ে আগ্রহী হবে। অল্প সময়ে মাছ আহরণ করা হলে মাছের রং ও উজ্জ্বলতা যেমন ভালো থাকবে এবং হাপায় মাছ সংরক্ষণ করা হলে মাছ দীর্ঘসময় জীবিত থাকবে এবং বরফবিহীন অবস্থায় নিকটবর্তী বাজারে জীবিত বা সতেজ অবস্থায় পরিবহন ও বিপনন সম্ভব হবে। সম্মিলিতভাবে মাছ আহরণের পর দ্রুত পরিবহন উপযোগী যানবাহন যেমন- ভ্যানগাড়ি

বা ক্ষেত্র বিশেষে রিক্সা বা ঠেলাগাড়িতে বিভিন্ন চাষির পুকুর থেকে সংগৃহিত মাছ একত্রে জড়ো করে তা প্রয়োজনে বরফজাতকরণ বা দ্রুত সতেজ অবস্থায় পরিবহনের ব্যবস্থা হাতে নেওয়া যেতে পারে।

আহরণ পরবর্তী ক্ষতিরোধ

বাংলাদেশের মতো গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশে প্রায়শঃ দেখা যায় ধৃত মাছ দ্রুত পচে যায় এবং চাষিরা ক্ষতির সম্মুখীন হন। তা'ছাড়া আমাদের দেশে মাছ আহরণের পর থেকে শুরু করে ভোক্তাদের হাতে পৌছার আগ পর্যন্ত বিপণনের যতোগুলো স্তর আছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাছের সংরক্ষণ করা হয় না বা করার সুযোগ থাকে না। গ্রামে হাটবাজারে সাধারণতঃ বরফকল নেই। দূরবর্তী স্থান থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির পক্ষে বরফ সংগ্রহ করা শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা সম্মিলিতভাবে সমিতির মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে বরফ সংগ্রহ করে ধৃত মাছকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করে সতেজ অবস্থায় মাছ বাজারজাত করে বেশি মূল্য নিশ্চিত করতে পারেন। তবে সম্মিলিতভাবে বরফ সংগ্রহ ও এর ব্যবহার সমবেতভাবে মাছ ধরা এবং যৌথ উদ্যোগে বাজারজাত করার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে।

সম্মিলিতভাবে সঠিক বরফজাতকরণের মাধ্যমে ধৃত মাছ পরিবহন

আমাদের দেশে ধৃত মাছের পচন এবং সঠিক পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার অভাবে মাছের উল্লেখযোগ্য অংশ নষ্ট হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের পক্ষে সঠিকভাবে বরফজাতকরণ এবং সুষ্ঠু পদ্ধতিতে বরফজাত মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ সমস্যা আছে। অল্প পরিমাণে মাছ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের একক প্রচেষ্টায় ঠান্ডা রেখে পরিবহন করা বাস্তব কারণে সম্ভব হয়না। পক্ষান্তরে সমিতিভুক্ত চাষিরা সম্মিলিত প্রয়াসে একত্রে মাছ ধরা, বরফজাতকরণ ও পরিবহনের ব্যবস্থার মাধ্যমে পাইকারী বাজার, আড়ত অথবা প্রক্রিয়াজাত কারখানায় মাছ প্রেরণ করে উপযুক্ত মূল্যে মাছ বাজারজাতকরণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

সম্মিলিতভাবে মাছ আহরণ করা হলে তুলনামূলকভাবে কম মূল্যে পিকআপ বা ট্রাক ভাড়া করে ও দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সম্মিলিতভাবে আহরিত মাছ পরিমাণে বেশি হলে, আহরিত মাছ এক স্থানে একত্রিত করা যেতে পারে। তবে মাছ একত্রিত করার পূর্বে অবশ্যই প্রত্যেক চাষির প্রজাতিভিত্তিক মাছের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা জরুরী। তবে সম্মিলিতভাবে আহরণের ব্যবস্থা নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে তা পরিবহন ও বাজারজাত করা যেতে পারে।

সম্মিলিত আহরণ এবং পুকুরপাড়ে/খামারে মাছ বিপনন

বাংলাদেশের সর্বত্রই মাছের চাহিদা ব্যাপক। আহরিত মাছ পরিমাণে বেশি হলে, যেমন তা পাইকারী বাজারে পরিবহন করে বিক্রয় করা যায়, তেমনিভাবে সম্মিলিত উদ্যোগে ভ্রাম্যমান ক্রেতাদেরও পুকুরপাড়ে ডেকে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাছ চাষিরা সম্মিলিতভাবে মূল্যের ব্যাপাবে প্রজাতি ও সাইজ ভিত্তিক মাছের দর নির্ধারণ করতে পারে। চাষিরা ব্যাপারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করার মাধ্যমে সাপ্তাহিক চাহিদার ভিত্তিতে মাছ আহরণ ও বিপননের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা ও তুলনামূলকভাবে বেশি দর নিশ্চিত করতে পারবেন।

বেশি পরিমাণে আহরিত মাছ বরফজাতকরণ ও পাইকারী বাজারে পরিবহন

পাংগাস, কই, শিং, মাগুর ও শোল-গজার মাছ ছাড়া অনান্য প্রজাতির মাছ আহরণের পর দীর্ঘসময় বাঁচিয়ে রাখা কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য। তাই অধিক পরিমাণে কার্প, তেলাপিয়া ও উপরিলি□খিত প্রজাতির মাছ ছাড়া অপরাপর মাছ দ্রুত বরফজাত করে দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাছ ধরার পর তা বাঁশের ঝুড়ি বা ছিদ্রযুক্ত প্লাষ্টিকের ড্রামে রেখে পুনঃ পুনঃ পানি দিয়ে ধোওয়া হলে ধৃত মাছ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘসময় জীবিত এবং গুণেমানে সতেজ থাকবে। মনে রাখতে হবে পানি দিয়ে পুনঃপুনিকভাবে ধৃত মাছ ধোওয়া হলে তা কাদা, রক্ত ও মাছের মিউকাস থেকে যেমন মুক্ত হবে তেমনিভাবে এর সতেজভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে। অতঃপর ধৃত মাছ বরফকুচির মাধ্যমে তাপ নিরোধক পাত্র বা ঝুড়িতে সাজিয়ে মালিকের নাম-ধাম লিপিবদ্ধ করে দ্রুত পিক-আপ বা ট্রাকের মাধ্যমে পাইকারী বাজারে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্মিলিত পরিবহনের ক্ষেত্রে সব চাষির পাইকারী বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

জিয়ল জাতীয় মাছ আহরণ ও পরিবহন

কই, শিং, মাগুরজাতীয় মাছের বিশেষ ধরনের শ্বাসযন্ত্র থাকার কারণে এরা দীর্ঘসময় পানিবিহীন অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে। পাংগাস মাছও অল্প পানিতে দীর্ঘসময় বেঁচে থাকে, তাই বানিজ্যিকভিত্তিতে এসব প্রজাতির মাছ বরফজাত ছাড়া জীবিত পরিবহন ও বিপনন করা যায়। সম্মিলিত বা পৃথকভাবে এসব মাছ বিভিন্ন পাত্রে পানি সহযোগে পরিবহনের ব্যবস্থা দেশে গড়ে উঠেছে। এরজন্য সাধারণতঃ প্লাষ্টিকের ড্রামে পানিসহ পরিবহন করা যায়। চাষিরা এজাতীয় মাছ আহরণের পর স্বল্প পানিতে বা হাপায় মাছ দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করে পিক-আপ বা ট্রাকে তা পাইকারী বাজারে প্রেরণ করতে পারেন।

সম্মিলিতভাবে মাছ আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপননে সুবিধা

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা সম্মিলিতভাবে মাছ আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপননে নানাদিক থেকে সুবিধা পেতে পারেন।

প্রথমতঃ একদল ক্ষুদ্র মাছচাষি সম্মিলিতভাবে জেলেদের মাধ্যমে মাছ আহরণের ব্যবস্থা নিলে অল্প সময়ে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে মাছ আহরণ ও আহরিত মাছ পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিপননে যৌথ সুবিধা পাবেন। একক চাষির ক্ষেত্রে পুকুর পাড়ে বিক্রির ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা থাকলেও দূরবর্তী স্থানে বিক্রি করতে হলে তুলনামুলকভাবে যৌথ উদ্যোগ অনেক সাশ্রয়ী ও লাভজনক।

দ্বিতীয়তঃ একজন ক্ষুদ্র চাষির পক্ষে এককভাবে বাজার সংক্রান্ড় তথ্য সংগ্রহ, জেলে সংগ্রহ, বরফ সংগ্রহ, পরিবহন ভাড়া করা এবং দূরবর্তী স্থানে তা পরিবহন ও বিপনন কষ্টসাধ্য এবং খরচের দিক দিয়েও বেশি। পক্ষান্ড়রে, যৌথ উদ্যোগে তা করা হলে ক্ষুদ্র চাষিদের লাভবান হবার সম্ভাবনা বেশি।

তৃতীয়তঃ পাইকারী বাজারে একজন ক্ষুদ্র বা প্রান্ড়িক চাষির পক্ষে প্রবেশ এবং ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে বেশি মূল্য পাবার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়াও একক চাষির পক্ষে পাইকারী বাজারে বাকীতে মাছ বিক্রয় ঝুঁকিপূর্ন, অথচ সম্মিলিতভাবে বা সমিতির মাধ্যমে বেশি পরিমাণে মাছ পাইকারী বাজারে প্রতিষ্ঠিত আড়তদারের মাধ্যমে বাকীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হলে চাষিদের প্রতারিত হবার ভয় থাকেনা।

ক্রান্তিকালে সম্মিলিতভাবে মাছ বিপনন

বন্যা বা অন্যবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময়ে, ক্ষুদ্র ও প্রান্ড়িক চাষিরা উৎপাদিত মাছ দ্রুত আহরণ ও বিক্রির ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন। তাই দূর্যোগকালীন সময়ে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়া না হলে চাষিদের উৎপাদিত মাছ পানির মূল্যে বিক্রি ছাড়া উপায় থাকেনা। ক্রান্তিকালে সম্মিলিতভাবে দ্রুত মাছ ধরে তা পাইকারী বাজারের আড়তদারদের মাধ্যমে বিপননের ব্যবস্থা নেয়া হলে চাষি সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

সম্মিলিতভাবে মাছ প্রক্রিয়াজাত কারখানায় বিক্রি

বাংলাদেশ থেকে বেশকিছু প্রজাতির মাছ বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ভোক্তাদের চাহিদার আলোকে রপ্তানি করা হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের তাদের পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় প্রেরণ এককভাবে সম্ভব নয়। সমিতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট এজেন্টের সহায়তায় রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় মাছ সরবরাহ করা যেতে পারে।

সম্মিলিত প্রয়াসে বাজার নিয়ন্ত্রণ

মাছের বাজারদর কোন কারণে পড়তির দিকে থাকলে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা সম্মিলিত প্রয়াসে গ্রামীণ বাজারদর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। মনে রাখতে হবে মাছ কৃষিজ ও পশুসম্পদজাতীয় চাষের পণ্য থেকে আলাদা। শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী হবার কারণে দীর্ঘসময় অল্প খাবার প্রয়োগে মাছকে পুকুরে সাশ্রয়ী খরচে রাখা সম্ভব। এতে দ্রুত পচনশীল মাছের বাজারে স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব।

উপসংহার

মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সম্মিলিতভাবে আহরণ, পরিবহন ও বিপননে অসুবিধার তুলনায় সুবিধা অনেক বেশি। সম্মিলিত কাজের প্রধান উদ্দেশই হলো অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। যৌথভাবে আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপননের ব্যবস্থা স্থায়ী রূপ নিলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বাজার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার পাশাপাশি বাজারজাতকরণ ও দর কষাকষিতে দক্ষ হয়ে উঠবেন। এতে চাষি, ভ্রাম্যমান ক্রেতা, পরিবহনকারী আড়তদারদের সাথে স্থায়ী সংযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন এবং ব্যবসাগত সম্পর্ক স্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য হবে। যৌথ বিপননে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মাছ ও চিংড়ি চাষিদের হারাবার কিছু নেই। এতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা পরিবারের প্রয়োজনের অধিক মাছ ভালো দামে বিক্রির মাধ্যমে লাভবান হবেন। এতে গ্রামাঞ্চলে পতিত ক্ষুদ্র জলাশয় এবং ঋতু ভিত্তিক জলাশয়সমূহ চাষের আওতায় আসবে। ফলে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৎস্য ও গলদা চিংড়ি চাষ বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে চাষিরা শুধুমাত্র আর্থিকভাবেই লাভবান হবেন না, পারিবারিক পুষ্টি প্রাপ্তির দিক থেকেও চাষিরা উপকৃত হবেন।